বই বাণিজ্যে পেশাদারি মার্কেটিং

সুবীর ঘোষ

নোবেলজয়ী সাহিত্যিক কোয়েটজি কিছুদিন আগে বলেছিলেন ছোটোদের মধ্যে সাহিত্যপাঠের প্রবণতা কমছে। আমি জানি, এ মতের সঙ্গে যাঁরা একমত নন তাঁরা বিদ্ধ - উদাহরণ হিসেবে ভ্যারি পটারের অভূতপূর্ব বই বিক্রি বা ঝুম্পা লাহিড়ির প্রথম বই-এর ষাট লক্ষ কপি বই বিক্রির ঘটনাকে সামনে তুলে ধরতে চাইবেন। কিন্তু এগুলি সাহিত্যপাঠের প্রকৃত প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে না এই ধরণের ঘটনার অর্থনীতির পরিভাষায় নাম হল -demonstration effect বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ত্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া। চলতি ইংরেজিতে একে ত্রেজ বলা যেতে পারে। বন্ধুবান্ধবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বই কেনা বা নিষিদ্ধকরণের পরে সেই বই - এর প্রতি আগ্রহ জন্মানো বা পুরস্কৃত বইটির একটি কপি বাড়িতে কিনে আনা আর ধারাবাহিক ভাবে খুঁজে পেতে ভালো লেখার সন্ধান করে করে পড়া দুটো সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।
যে সব কারণে মানুষ সাহিত্যপাঠে মগ্ন হয় সেগুলো এবার লিখে ফেলা যাক্----
১। সাহিত্য পাঠ নেশার মত; না পড়ে উপায় থাকে না
২। আনন্দ লাভের আশায়
৩। কিছু তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহের বাসনায়
৪। পেশার তাগিদে
৫ সময় কাটানোর প্রয়োজনে
যাঁরা সময় কাটানোর প্রয়োজনে সাহিত্য পড়তেন তাঁরা বর্তমান বৈদ্যুতিন যুগে প্রথমেই সে অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে দেবেন। কেননা -- উপগ্রহ চ্যানেলে এনে দিয়েছে ত্রমাগত সময় কাটানোর মোহময় কৌশল। যাঁরা ভ্রমণপথে বই খুলে কালক্ষেপ করতেন তাঁরা এখন ল্যাপটপে কাজ করতে পারেন। মোবাইল ফোনে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন। শিশুরা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে।বাড়িতে ইন্টারনেটও অনেকটা সময় দখল করে নিচ্ছে।
পেশায় নিযুক্ত লোকজনেদের তো বই পড়তেই হবে। অধ্যাপক, সাংবাদিক, গবেষক এঁদের পেশার সঙ্গেই যুক্ত আছে মুদ্রণমাধ্যম।
তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহের জন্য বইএর ভূমিকার বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে টিভির তথ্য চ্যানেলগুলি এবং আবার সেই ইন্টারনেট।
আনন্দ লাভের আশায় এখন তাঁরাই বই পড়েন, বই পড়া যাঁদের কাছে নেশা। নইলে গড়পড়তা সাধারণ মানুষের কাছে বিনোদনের উপকরণ এখন প্রচুর। টিভি ডিভিডি ডিভিও সিডি ভিসিডি নেটচ্যাটিং ওয়েব এবং ডিজিট্যাল ক্যামেরা এস এম এস কত কী!
আমার মা লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে সে - কালের সুবৃহৎ উপন্যাস যেমন কড়ি দিয়ে কিনলাম বা মহাস্থবির জাতক পড়েছিলেন। তাঁর কাছে বিনোদন বা কালক্ষেপের উপায় বলতে সাহিত্য ছাড়া আর এক ছিল রেডিও যার সময়সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখনকার চবিবশ ঘন্টার চ্যানেলে শাঁস - বহুর গল্প মায়ের সামনে থাকলে, আমি নিশ্চিন্ত, তিনি ঐ বইগুলি পড়তেন না।
তাহলে সাহিত্য পাঠকের জনগোষ্ঠী সংকুচিত হয়ে আসছে না কি?
বইমেলার উদ্যোত্তারা বলবেন --- বছরে বছরে বই বিক্রি বাড়ছে। টাকার অঙ্ক বাড়ছে। টাকার অঙ্গ নিয়ে আগে বলি। সত্তর দশকের কবিতার বইএর দাম ছিল তিন টাকা। ধরা যাক্ একজন লেখকের সত্তর দশকে একটি কবিতার বই বিক্রি হয়েছিল ৫০০০ কপি। অর্থাৎ ঐ বইএর বিত্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ টাকা। যদি ঐ লেখকেরই ঐ একই

বই এখন বিক্রি হয় ৫০০০ কপি তাহলে তা বাবদ অর্থগামের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫লক্ষ টাকার কারণ বইটির মূল্য ১০০ টাকার নীচে হবে না। তাহলে কি এখন ঐ বইটির চাহিদা বেড়েছে বলতে হবে? বই বিক্রির বর্তমান ব্যবসাতে গুত্বপূর্ণ অংশীদার রয়েছে ইংরেজি বই, পেশাগত প্রয়োজনের বই, ফ্যাশন/ কুইজ/ ভ্রমণের বই। এ-সব বাদ দিয়ে নিছক সাহিত্য পাঠের অভিলাষে কিনে বই পড়ার মত পাঠক সংখ্যা বর্তমানে কত তা নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা হওয়া দরকার।

একটি টিভি কুইজের অনুষ্ঠানে দেখছিলাম এক দল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কেউই জানতেন না 'আপিলাচাপিলা' কার লেখা। অনেকে বলেন সুকুমার রায়ের নাম। সম্ভবত বইটির অদ্ভুত নামের জন্যই। হয়তো এটা কোনো নির্ধারক নয়। কিন্তু এটা সত্যি যে, যে- সব ছোটোরা পাগলের মত হ্যারিপটার কিনছে তারা কিন্তু বাঙালী হয়েও বাংলা বইএর জন্য তাদের তাপ - উত্তাপ ভালোবাসা আকর্ষণ কোনোটাই দেখায় না। অল্পস্বল্প ফেলুদা পড়লেও স্বপনবুড়ো লীলা মজুমদার এমন কি শিশু ভোলানাথও তাদের কাছে অচেনা অধরা। সেইসব বাঙালি অল্পবয়োশিরা টিনটিন ডেনিস বা ফ্যানটম গিলে ফেললেও হাঁদাভোঁদা কোনোমতেই তাদের বন্ধু হতে পারেনি।

না হতে পারার কারণও আছে। তাদের মা বাবারাও সেটা মনে প্রাণে চান না। কী হবে গল্পের বই পড়ে সময় নষ্ট করে? সামনে জয়েন্ট আই আই টির হিমালয় অভিযান। আর সে অভিযান সফল হলেই ব্বিায়নের কল্যাণে লাখ টাকা মাইনের চাকরির হাতছানি। কোন্ আহাম্মক এমন আলেয়ার আলোর টানে ঘর ছেড়ে পথে না বেবে? অতএব থাক বাংলা গল্পের বই শিকেয় তোলা। পরে যদি কখনও সুযোগ হয়.....। সে সুযোগ আর আসে না। লাখ টাকার চাকরি মানেই চৌদ্দ থেকে আঠারো ঘন্টার পরিশ্রম, উপর্যুপরি ট্যুর,ট্রান্সফার, বিদেশে ট্রেনিং নানান ব্যবস্থা। সারাক্ষণ Value – addition করে যেতে হয়। নইলে কখন যে মুন্ডুটা চলে যাবে! আর মুন্ডু গেলে খাবটা কী!

বাংলা বইয়ের পাঠকের সংখ্যা এ-সব নানারকম কারণে কমেছে। আমার মতে আরও একটি ফ্যাক্টরও দায়ী যেটি থাকলে পাঠকজনগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে আরো বাড়ত। সেটি হল বই বিক্রিতে পেশাদারিত্ব। কলেজ স্ট্রিটে কতিপয় বই ব্যবসায়ী প্রচুর অর্থ - উপার্জনকরেন। অন্য অনেকে ধুঁকতে থাকেন। অন্যদিকে কতিপয় লক্ষ্মীর আশীর্বাদ ধন্য লেখক সর্বত্র লেখেন (এবং ফলত বাজেও লেখেন) আর অন্যদের ক্রমাগত গুঁতো খেতে খেতে শুনতে হয় --- লাইনে দাঁড়ান, লাইনে দাঁড়ান। সে লাইন আর এগোয় না। কেন না ঐ সৌভাগ্যবান লেখকের জীবন থেকে চিরবসন্ত যে আর বিদায় নেয় না। অন্যরা বসন্তের উদ্যানে বিচরণ করবেন কবে?

বর্তমান ক্রিকেটাররা তাঁদের পূর্বসূরিদের তুলনায় যে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করেছেন তা তাঁদের মার্কেটিং -এর দায়িত্ব কিছু দক্ষ পেশাদারী সংস্থা তুলে নিয়েছেন বলেই। সাহিত্যকর্মের ঐ ধরনের মার্কেটিং প্রয়োজন। বিদেশে এটা হয়েছে। আমাদের দেশে হয় নি। 'হয় নি' কথাটা যখন বললাম তখন একথাটা মাথায় রেখেই বললাম যে বিক্রম শেঠ তাঁর না - লেখা বই এর জন্য বিপুল অর্থঅগ্রিম পেয়ে থাকেন অথবা রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ এখনও বেস্ট সেলার। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম। লেখকদের জন্য মার্কেটিং ফোরাম দরকার যাঁরা লেখকের কাছ থেকে লেখাটি নিয়ে যথোচিত দামে সেটির বাণিজ্য ব্যবস্থা করবেন। পত্রিকা প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশককে সেই সংস্থার কাছে থেকে লেখা নিতে হবে চুক্তিমূল্যের বিনিময়ে। অন্যদিকে লেখকও তাঁর প্রাপ্য অর্থ চুক্তি অনুযায়ী পেয়ে যেতে থাকবেন। অন্তর্বাসের ঝিলিক দেওয়া ভিসিডির প্রদর্শনী যদি মার্কেটিং -এর গুণে এক নবীন গায়িকাকে রাতারাতি বিখ্যাত বানিয়ে ছাড়ে তাহলে যোগ্য মার্কেটিং এর কল্যাণে বাংলার লেখা বই ত্রেজের জোঁক হয়ে কেন পাঠকের ঘাড়ে চেপে বসতে পারবে না যখন পাঠকের মনে হবে এই বইটি না বাড়িতে রাখলে বা অবিলম্বে না পড়ে ফেললে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না? আখেরে লাভ কাদের? সবার। লেখকেরপ্রকাশকের পাঠকের এবং সবার উপরে ক্ষয়িষ্ণু বাংলা সাহিত্যের।